খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : كتاب الصلوة (সালাত পর্ব)

١ .عرّف الصلاة لغةً واصطلاحاً على المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাজের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমানের পরেই নামাজের স্থান। এটি শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। ফিকহ শাস্ত্রের 'কিতাবুস সালাত' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'আস-সালাত' (الصلاة) শব্দটি আরবি। আভিধানিক অর্থে এটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১. দোয়া (الدعاء): এটিই এর মূল অর্থ।

২. ক্ষমা প্রার্থনা (الاستغفار):

৩. রহমত (الرحمة): আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে রহমত।

৪. দরুদ (ثناء): ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে হলে ইস্তিগফার বা গুণকীর্তন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে নামাজের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

"শরীয়ত নির্ধারিত কতিপয় আরকান (রুকন) ও আহওয়াল (শর্ত)-এর সমষ্টি, যা তাকবীরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হয় এবং তাসলিম (সালাম) দ্বারা শেষ হয়, তাকে সালাত বা নামাজ বলে।"

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'ফাতহুল কাদির' গ্রন্থে বলেন:

"সালাত হলো এমন কিছু কাজ ও কথার সমষ্টি যা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকবীর দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়, যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার তাজিম ও ইবাদত।"

তাৎপর্য:

নামাজ কেবল কিছু ওঠাবসার নাম নয়, বরং এটি বান্দা ও রবের মধ্যে এক গভীর সম্পর্কের নাম। হানাফী মাযহাবে নামাজের রুকনগুলো (যেমন—কিয়াম, রুকু, সিজদা) হলো নামাজের মূল বা হাকিকত, আর শর্তগুলো হলো এর পূর্বপ্রস্তুতি।

দলিল:

আভিধানিক অর্থের (দোয়া) দলিল হিসেবে আল্লাহ বলেন:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

অর্থ: আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ। (সূরা তাওবা: ১০৩)

পারিভাষিক অর্থের দলিল হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

অর্থ: নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা, এর শুরু (হারামকারী) হলো তাকবীর এবং এর সমাপ্তি (হালালকারী) হলো সালাম। (সুনানে আবু দাউদ)

٢ .اذكر أنواع الصلوات من حيث الوجوب والاستحباب.

প্রশ্ন-২: ফরজ ও সুন্নতের দিক থেকে নামাজের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের হুকুম বা বাধ্যবাধকতার ওপর ভিত্তি করে নামাজকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। একজন মুমিনের জন্য কোন নামাজ পড়া আবশ্যক, কোনটি বর্জন করলে গুনাহ হবে এবং কোনটি পড়লে সওয়াব পাওয়া যাবে—তা জানা জরুরি। ফিকহবিদগণ নামাজকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন।

১. ফরজ নামাজ (الصلاة المفروضة):

যে নামাজ আদায় করা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না। এটি দুই প্রকার:

- **ফরজে আইন:** যা প্রত্যেক বালেগ মুসলিমের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ। যেমন: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ।
- **ফরজে কিফায়া:** যা সমাজের কিছু লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন: জানাজার নামাজ।

২. ওয়াজিব নামাজ (الصلاة الواجبة):

যা পালন করা আবশ্যক, তবে এর প্রমাণ ফরজের মতো অকাট্য নয় (যেমন যন্নি দলিল দ্বারা প্রমাণিত)। এটি অস্বীকারকারী কাফের হবে না তবে ফাসিক হবে। ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ।

- যেমন: বিতর নামাজ, দুই ঈদের নামাজ।

৩. সুন্নত নামাজ (الصلاة المسنونة):

যা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আদায় করেছেন এবং উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এটি দুই প্রকার:

- **সুন্নতে মুয়াক্কাদা:** যা হুজুর (সা.) প্রায় সবসময় পড়তেন, খুব কম ছেড়েছেন। যেমন: ফজর ও জোহরের সুন্নত। এটি বিনা ওজরে ছাড়লে গুনাহ হয়।
- **সুন্নতে জায়েদা (গাইরে মুয়াক্কাদা):** যা রাসূল (সা.) মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিতেন। যেমন: আসরের পূর্বের চার রাকাত।

৪. নফল নামাজ (الصلاة النافلة):

যা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতের অতিরিক্ত। এটি আদায় করলে অনেক সওয়াব, না করলে গুনাহ নেই। যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবিন।

দলিল:

ফরজ নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা: ১০৩)

নফল ও সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

"আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।" (সহীহ বুখারী)

٣ .عرّف صلاة الفريضة وصلاة النافلة واذكر أمثلة لكلٍّ منها.

প্রশ্ন-৩: ফরজ নামাজ ও নফল নামাজের সংজ্ঞা দাও এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। গুরুত্বের বিচারে নামাজকে মূলত দুই মেরুতে ভাগ করা যায়—ফরজ (আবশ্যকীয়) এবং নফল (ঐচ্ছিক)। কামিল পরীক্ষার জন্য এই দুই প্রকারের সূক্ষ্ম পার্থক্য জানা জরুরি।

ক) ফরজ নামাজ (صلاة الفريضة):

সংজ্ঞা: 'ফরজ' অর্থ হলো নির্ধারিত বা আবশ্যক। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অকাট্য দলিল (নস) দ্বারা যে নামাজগুলো বান্দার ওপর আবশ্যিক করে দিয়েছেন, তাকে ফরজ নামাজ বলে।

হুকুম:

- বিনা ওজরে ফরজ নামাজ ত্যাগ করা হারাম ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।
- ফরজ নামাজের বিধানকে অস্বীকার করা কুফরি।

উদাহরণ:

১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা)।

২. জুমার নামাজ (পুরুষদের জন্য)।

৩. জানাজার নামাজ (ফরজে কিফায়া)।

খ) নফল নামাজ (صلاة النافلة):

সংজ্ঞা: 'নফল' শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত বা উপরি পাওনা। পরিভাষায়, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত যে নামাজ বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত আদায় করে, তাকে নফল নামাজ বলে।

হুকুম:

- আদায় করলে অশেষ সওয়াব ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়।
- আদায় না করলে কোনো গুনাহ বা শাস্তি নেই।
- পরকালে ফরজ নামাজের ঘাটতি নফল দিয়ে পূরণ করা হবে।

উদাহরণ:

১. তাহাজ্জুদ নামাজ।

২. চাশত বা ইশরাকের নামাজ।

৩. তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

৪. সালাতুত তওবা।

দলিল:

ফরজ সম্পর্কে হাদিস:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ

অর্থ: আল্লাহ বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ)

নফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

অর্থ: আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত। (সূরা ইসরা: ৭৯)

٤ .ما فرائض الصلاة الأصلية على المذهب الحنفي؟

প্রশ্ন-৪: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাজের আসল ফরজসমূহ কী কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজের ভেতরে ও বাইরে কিছু কাজ আছে যেগুলো পালন করা অপরিহার্য। হানাফী মাযহাবে এগুলোকে 'আরকান' (ভেতরের ফরজ) এবং 'শরায়েত' (বাইরের শর্ত) বলা হয়। প্রশ্নে 'আসল ফরজ' বা রুকনগুলোর কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, যেগুলো নামাজের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

নামাজের আরকান বা অভ্যন্তরীণ ফরজসমূহ:

হানাফী মাযহাব মতে নামাজের ভেতরে ৬টি (ছয়টি) ফরজ রয়েছে। এর কোনো একটি বাদ পড়লে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, সাহু সিজদা দিলেও কাজ হবে না।

১. তাকবীরে তাহরিমা (تكبيرة التحريم): নামাজের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা। একে তাহরিমা বলা হয় কারণ এর মাধ্যমে দুনিয়াবী কথা ও কাজ হারাম হয়ে যায়। (অনেক ফকীহ একে শর্তের অন্তর্ভুক্ত করলেও হানাফী কিতাবসমূহে একে রুকন সংলগ্ন ফরজ ধরা হয়)।

২. কিয়াম (القيام): দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। শারীরিক অক্ষমতা ছাড়া বসে নামাজ পড়লে ফরজ আদায় হবে না।

৩. কিরাআত (القراءة): পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ (ন্যূনতম এক আয়াত) তিলাওয়াত করা।

৪. রুকু (الركوع): এমনভাবে ঝোঁকা যেন দুই হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৫. সিজদা (السجود): কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুল মাটিতে রেখে সিজদা করা। প্রতি রাকাতে দুটি সিজদা ফরজ।

৬. কা'দায়ে আখিরা (القعدة الأخيرة): নামাজের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসে থাকা। এটি নামাজের সমাপ্তিসূচক ফরজ।

দলিল:

রুকু ও সিজদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর। (সূরা হজ: ৭৭)

কিরাআত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

অর্থ: অতএব, তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়। (সূরা মুজ্জাম্মিল: ২০)

কিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা: ২৩৮)

٥ .اذكر ثلاثة من واجبات الصلاة وحكم تركها.

প্রশ্ন-৫: নামাজের তিনটি ওয়াজিব ও সেগুলো ত্যাগ করার হুকুম উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। নামাজের মধ্যে এমন কিছু আমল আছে যা ভুলে ছুটে গেলে নামাজ বাতিল হয় না কিন্তু সাহু সিজদা দিতে হয়, আর ইচ্ছাকৃত ছাড়লে গুনাহ হয়—এগুলোকে ওয়াজিব বলে। হানাফী মাযহাবে নামাজের ওয়াজিব ১৪টি।

নামাজের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব:

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা: ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং বিতর ও নফল নামাজের সব রাকাতে সূরা ফাতিহা পুরোটা পড়া ওয়াজিব।

২. সূরা মিলানো: সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা। (ফরজের প্রথম দুই রাকাতে, অন্য নামাজের সব রাকাতে)।

৩. কা'দায়ে উলা বা প্রথম বৈঠক: তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাত শেষে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।

ওয়াজিব ত্যাগের হুকুম:

ওয়াজিব ত্যাগের হুকুম দুই অবস্থায় দুই রকম:

১. ভুলে ত্যাগ করলে (سهواً): যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয় (যেমন: সূরা ফাতিহা না পড়ে অন্য সূরা শুরু করা, বা প্রথম বৈঠকে না বসা), তবে নামাজের শেষে 'সাহু সিজদা' (Sahu Sijda) দিলে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। সাহু সিজদা না দিলে নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

২. ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করলে (عمداً): যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাহু সিজদা দিলেও নামাজ শুদ্ধ হবে না। এই নামাজ পুনরায় আদায় করা (ফাসিদ হওয়া নামাজের মতো) ওয়াজিব বা আবশ্যক। একে 'ইয়াদাতু সালাত' বলে।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ফাতিহার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজ (পরিপূর্ণ) হলো না। (সহীহ বুখারী)

(হানাফী মাযহাবে এই হাদিসকে ওয়াজিবের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কারণ কুরআনের আয়াত 'ফাকরাউ...' দ্বারা কিরাআত ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে)।

সাহু সিজদা সম্পর্কে হাদিস:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

অর্থ: যখন তোমাদের কেউ ভুলে যায়, সে যেন দুটি সিজদা (সাহু সিজদা) দেয়। (সহীহ মুসলিম)

٦ .ما هي سنن الصلاة المؤكدة والقولية؟

প্রশ্ন-৬: নামাজের হাতেরী (কর্মগত) ও কাওলী (বাচনিক) সুন্নতসমূহ কী কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা বিধানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকগুলো আমল নিয়মিত করেছেন। এগুলোকে নামাজের সুন্নত বলা হয়। সুন্নত পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং নামাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয়। সুন্নতসমূহ প্রধানত দুই প্রকার: ১. সুন্নতে ফে'লি বা কর্মগত সুন্নত এবং ২. সুন্নতে কওলি বা বাচনিক সুন্নত।

১. সুন্নতে কওলি (বাচনিক সুন্নত):

যে সুন্নতগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হয়। হানাফী মাযহাব মতে প্রধান বাচনিক সুন্নতগুলো হলো:

- তাকবীরে তাহরিমার পর সানা (সুবহানাকাল্লাহুম্মা...) পড়া।
- আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া।
- সূরা ফাতিহার শেষে চুপি চুপি 'আমীন' বলা।
- রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা (অন্তত তিনবার)।
- রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং এরপর 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।
- তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ এবং দোযায়ে মাসুরা পড়া।

২. সুন্নতে ফে'লি (কর্মগত সুন্নত):

যে সুন্নতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের মাধ্যমে আদায় করতে হয়। হানাফী মাযহাব মতে প্রধান কর্মগত সুন্নতগুলো হলো:

- তাকবীরে তাহরিমার সময় পুরুষদের দুই হাত কান পর্যন্ত এবং নারীদের কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।

- হাত বাঁধার সময় পুরুষদের নাভির নিচে এবং নারীদের বুকের ওপর হাত রাখা।
- পুরুষদের জন্য ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি ধরা এবং নারীদের জন্য ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা।
- রুকুতে দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরা (পুরুষদের জন্য), নারীরা শুধু হাত রাখবে।
- সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক ও কপাল রাখা।
- বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা (পুরুষদের জন্য)। নারীরা উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসবে।
- সালাম ফেরানোর সময় ডানে ও বামে তাকানো।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

অর্থ: তোমরা সেভাবে নামাজ পড়, যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ। (সহীহ বুখারী)

আমীন বলার ব্যাপারে হাদিস:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ

অর্থ: যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদুবি... ওয়ালাদ দোয়াল্লিন' বলে, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। (সহীহ বুখারী)

٧. ما أنواع صلاة النافلة المطلقة والمقيدة؟

প্রশ্ন-৭: নফল মুতলাক ও নফল মুকাইয়্যাদ নামাজের প্রকারভেদ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

নফল নামাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। সময় ও উপলক্ষের ওপর ভিত্তি করে নফল নামাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ১. নফল মুতলাক (সাধারণ নফল) এবং ২. নফল মুকাইয়্যাদ (নির্ধারিত নফল)।

১. নফল মুতলাক (সাধারণ নফল):

যে নফল নামাজ পড়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বা উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া যেকোনো সময় বান্দা তার ইচ্ছামতো রাকাত সংখ্যা ঠিক করে এই নামাজ পড়তে পারে।

- **বৈশিষ্ট্য:** এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সূরা বা দোয়া নেই। নিয়ত করার সময় শুধু 'নফল নামাজ পড়ছি'—এটুকু বলাই যথেষ্ট।
- **উদাহরণ:** কেউ যদি অবসরে বসে দুই রাকাত বা চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে।

২. নফল মুকাইয়্যাদ (নির্ধারিত নফল):

যে নফল নামাজগুলো বিশেষ সময়, বিশেষ উপলক্ষ বা বিশেষ ফযীলতের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য নির্দেশিত বা উৎসাহিত। এগুলোকে 'সুনানুর রাওয়াতিব' বা অন্যান্য বিশেষ নফলও বলা হয়।

এর প্রকারভেদ:

- **তাহাজ্জুদ:** যা শেষ রাতে পড়া হয়।
- **ইশরাক:** সূর্যোদয়ের ১৫-২০ মিনিট পর পড়া হয়।
- **চাশত (দুহা):** সূর্য মধ্যগগনে ওঠার আগে (সকাল ১০-১১টা) পড়া হয়।
- **আওয়াবিন:** মাগরিবের নামাজের পর পড়া হয়।

- **তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ:** ওযু করার পর বা মসজিদে প্রবেশের পর।

- **সালাতুত তওবা ও সালাতুল হাজত:** বিশেষ প্রয়োজনে পড়া।

পার্থক্য:

নফল মুতলাক যেকোনো সময় পড়া যায় (৩টি মাকরুহ সময় বাদে), কিন্তু নফল মুকাইয়্যাদ নির্দিষ্ট সময়ে না পড়লে তার বিশেষ সওয়াব বা নাম থাকে না।

দলিল:

নফল মুতলাকের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থ: তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। (সূরা বাকারা: ৪৫)

চাশতের নামাজ সম্পর্কে হাদিস:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ... وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

অর্থ: সকালে তোমাদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার জন্য সদকা ওয়াজিব হয়... চাশতের দুই রাকাত নামাজই তার জন্য যথেষ্ট। (সহীহ মুসলিম)

٨ .ما شروط صحة الصلاة ووجوبها؟

প্রশ্ন-৮: নামাজ সহীহ হওয়া ও ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজের বিধানাবলী দুই ধরনের। কিছু শর্ত আছে যা পূর্ণ হলে মানুষের ওপর নামাজ ফরজ হয় (শুরুতে), আর কিছু শর্ত আছে যা পালন করলে আদায়কৃত নামাজ শুদ্ধ বা সহীহ হয়। এই পার্থক্য বোঝা জরুরি।

ক) নামাজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ (শুরুতে আবশ্যিক হওয়ার জন্য):

একজন মানুষের ওপর নামাজ তখনই ফরজ হয় যখন তার মধ্যে নিচের তিনটি গুণ পাওয়া যায়:

১. ইসলাম: অমুসলিমের ওপর নামাজ ফরজ নয় (অর্থাৎ দুনিয়াতে তাকে কাজা করতে হবে না, তবে পরকালে শাস্তি হবে)।

২. বুলুগ (বয়ঃপ্রাপ্তি): নাবালক বা শিশুর ওপর নামাজ ফরজ নয়। তবে ৭ বছর বয়সে নির্দেশ দেওয়া এবং ১০ বছর বয়সে শাসন করা সুন্নত।

৩. আকল (সুস্থ মস্তিষ্ক): পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির ওপর নামাজ ফরজ নয়।

খ) নামাজ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ (শরায়েত):

নামাজ শুরু করার আগে ৭টি শর্ত পূরণ করা জরুরি। এগুলোকে নামাজের বাইরের ফরজ বা শরায়েত বলে। হানাফী মাযহাব মতে এগুলো হলো:

১. শরীর পাক: ওযু বা গোসলের মাধ্যমে শরীর পবিত্র হওয়া এবং নাপাকি থেকে মুক্ত থাকা।

২. কাপড় পাক: পরিহিত পোশাক পবিত্র হওয়া।

৩. জায়গা পাক: নামাজের স্থান (সিজদা ও দাঁড়ানোর জায়গা) পবিত্র হওয়া।

৪. সতর ঢাকা: পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমন্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।

৫. ওয়াক্ত হওয়া: নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়া। সময়ের আগে নামাজ হবে না।

৬. কেবলামুখী হওয়া: পবিত্র কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

৭. নিয়ত করা: মনে মনে নির্দিষ্ট নামাজের সংকল্প করা।

দলিল:

নামাজ ফরজ হওয়া সম্পর্কে হাদিস:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

অর্থ: তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম (শরীয়তের বিধান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগে, শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ হয়। (সুনানে আবু দাউদ)

সতর ঢাকা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থ: হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় তোমাদের সাজসজ্জা (পোশাক) গ্রহণ কর। (সূরা আরাফ: ৩১)

٩ .عرّف صلاة الجماعة وبيّن أنواعها.

প্রশ্ন-৯: জামাতের নামাজের সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম একতাবদ্ধ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। নামাজের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে 'জামাত' ব্যবস্থায়। একাকী নামাজের চেয়ে জামাতে নামাজের সওয়াব ২৭ গুণ বেশি।

জামাতের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: 'জামাত' (الجماعة) শব্দের অর্থ হলো দল, গোষ্ঠী বা একত্র হওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে ইমামের অনুসরণে মুক্তাদিদের একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করাকে জামাত বলে। অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে নামাজ সম্পাদন করা।

জামাতের প্রকারভেদ:

জামাত সাধারণত দুই প্রকার হতে পারে:

১. ওয়াজিব বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা জামাত:

- পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ (পুরুষদের জন্য)।

- জুমার নামাজ (এটি জামাত ছাড়া হয়ই না)।
- দুই ঈদের নামাজ।

২. **সুন্নত বা নফল জামাত:**

- তারাবীহ নামাজ (রমজান মাসে জামাতে পড়া সুন্নতে কিফায়া)।
- সূর্যগ্রহণের নামাজ (সালাতুল কুসুফ)।
- বিতর নামাজ (শুধু রমজান মাসে জামাতে পড়া)।

(দ্রষ্টব্য: সাধারণ নফল নামাজ জামাতে পড়া মাকরুহ, যদি তা নিয়মিত বা বড় আকারে করা হয়)।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

অর্থ: একাকী নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজ সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

١٠. ما حكم صلاة الفرض في الجماعة للرجال؟

প্রশ্ন-১০: পুরুষদের জন্য জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া ইসলামের অন্যতম প্রতীক (শিআর)। এর হুকুম নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হুকুম:

হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, সুস্থ, বালেগ ও স্বাধীন পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা' যা

ওয়াজিবের কাছাকাছি (ওয়াজিব লি-আইনিহি)। অর্থাৎ বিনা ওজরে জামাত তরক করা গুনাহের কাজ এবং এটি অভ্যাসে পরিণত করা ফাসিকী।

অনেকে একে সরাসরি 'ওয়াজিব' বলেছেন। তবে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র.) বলেন, এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিন্তু এর গুরুত্ব ওয়াজিবের স্তরের।

অন্যান্য মাযহাবের মত:

- হাম্বলী মাযহাবে এটি 'ফরজে আইন'।
- শাফেয়ী মাযহাবে এটি 'ফরজে কিফায়া'।

জামাত বর্জনের ওজর:

বৃষ্টি, তীব্র শীত, অসুস্থতা, অন্ধত্ব, বা শত্রুর ভয় থাকলে জামাত ছাড়া জায়েজ।

শাস্তি ও সতর্কতা:

বিনা কারণে জামাত বর্জনকারীর ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। এমনকি রাসূল (সা.) তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানেও জামাতের নির্দেশ দিয়েছেন:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

অর্থ: আর যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদের জন্য নামাজ কায়েম করেন, তখন যেন তাদের একদল আপনার সাথে দাঁড়ায়। (সূরা নিসা: ১০২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ... ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

অর্থ: আমার ইচ্ছে হয় আমি নামাজের আদেশ দেই... তারপর একদল লোক নিয়ে লাকড়ির বোঝা সহ তাদের কাছে যাই যারা জামাতে আসে না, এবং তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

١١ .اذكر شروط صحة الإمامة في الصلاة.

প্রশ্ন-১১: নামাজে ইমামতি সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজের জামাতে যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে ইমাম বলা হয়। ইমামতি একটি অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব ও সম্মানের পদ। সকলের নামাজ ইমামের নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাই যে কেউ চাইলেই ইমাম হতে পারেন না। ইমামতি সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ফিকহবিদগণ কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছেন। হানাফী মাযহাব মতে ইমামের আবশ্যিক শর্তসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

ইমামতি সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ:

একজন ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে যোগ্য হতে হলে তার মধ্যে নিচের ৬টি শর্ত থাকতে হবে:

১. মুসলিম হওয়া (الإسلام): ইমামকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কাফের বা মুশরিকের পিছনে নামাজ আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না।

২. বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ): নাবালক বা শিশুর ইমামতি বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য জায়েজ নয়। তবে নফল নামাজে নাবালকের ইমামতি জায়েজ বলে কোনো কোনো ফকীহ মত দিয়েছেন (যেমন তারাবীহ), কিন্তু হানাফী মাযহাবে ফরজের মতো নফলেও বালেগ হওয়া শর্ত।

৩. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া (العقل): পাগল বা মাতাল ব্যক্তির ইমামতি জায়েজ নয়।

৪. পুরুষ হওয়া (الذكورة): পুরুষদের জামাতে ইমামকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। নারীরা পুরুষদের ইমাম হতে পারবে না। তবে শুধু নারীদের জামাতে নারী ইমাম হতে পারেন (যদিও তা মাকরুহ)।

৫. কিরাআত ও মাসআলা জানা (القراءة والعلم): ইমামকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত জানতে হবে (অন্তত যতটুকু দিয়ে নামাজ শুদ্ধ হয়)। এবং নামাজের জরুরি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৬. ওজর মুক্ত হওয়া (السلامة من الأعذار): ইমামের এমন কোনো রোগ বা ওজর থাকতে পারবে না যার কারণে শরীর নাপাক থাকে (যেমন: মাজুর ব্যক্তি—যার প্রস্রাব বা রক্ত ঝরা বন্ধ হয় না)। সুস্থ ব্যক্তি মাজুর ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়তে পারবে না।

অগ্রগণ্যতার মাপকাঠি:

শর্তগুলো পূরণ হলে, তাদের মধ্যে কে ইমামতির বেশি হকদার—সে ব্যাপারে হাদিসে নির্দেশনা রয়েছে: যিনি কিতাবুল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে বেশি জানেন এবং ফিকহী জ্ঞানে পারদর্শী, তিনিই ইমামতির বেশি হকদার।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

অর্থ: লোকদের ইমামতি সে-ই করবে যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে (বিশুদ্ধ পড়ে)। যদি কিরাআতে সবাই সমান হয়, তবে যে সুন্নাহ বা শরীয়তের মাসআলা সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী। (সহীহ মুসলিম)

١٢ .ما أنواع المساجد من حيث الفضيلة والمنزلة؟

প্রশ্ন-১২: ফযীলত ও মর্যাদার দিক থেকে মসজিদসমূহের প্রকারভেদ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। পৃথিবীতে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। সব মসজিদই পবিত্র ও সম্মানের পাত্র, তবে সওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে সব মসজিদ সমান নয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে মসজিদগুলোকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

মসজিদের প্রকারভেদ ও মর্যাদা:

ফযীলতের তারতম্য অনুযায়ী মসজিদসমূহ নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত:

১. মসজিদুল হারাম (মক্কার কাবা শরীফ): এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। এখানে এক রাকাত নামাজ পড়লে ১ লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।

২. মসজিদুন্নববী (মদিনা শরীফ): মর্যাদার দিক থেকে এর স্থান দ্বিতীয়। এখানে এক রাকাত নামাজ পড়লে ৫০ হাজার রাকাতের (ভিন্ন মতে ১ হাজার) সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. মসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস): এটি মুসলমানদের প্রথম কেবলা। এখানে নামাজ পড়লে ৫০০ রাকাতের (ভিন্ন মতে ২৫ হাজার) সওয়াব পাওয়া যায়।

৪. মসজিদে কুবা: মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত ইসলামের প্রথম মসজিদ। এখানে নামাজ পড়া একটি ওমরার সওয়াবের সমান।

৫. জামে মসজিদ: যে মসজিদে জুমার নামাজ হয় এবং বেশি লোক সমাগম হয়। মহল্লার ছোট মসজিদের চেয়ে জামে মসজিদের মর্যাদা বেশি।

৬. মহল্লা মসজিদ: নিজস্ব এলাকার মসজিদ।

৭. বাজার বা রাস্তার মসজিদ: সাধারণ মসজিদ।

ভ্রমণের হুকুম:

সওয়াবের আশায় বা বিশেষ ফজিলতের জন্য কেবল প্রথম তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যেই সফর করা জায়েজ। অন্য কোনো পীর বা বুজুর্গের মাজার বা সাধারণ মসজিদের জন্য সওয়াবের নিয়তে সফর করা শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

অর্থ: তিনটি মসজিদ ছাড়া (সওয়াবের নিয়তে) আর কোথাও সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদুন্নববী) এবং মসজিদে আকসা। (সহীহ বুখারী)

সওয়াবের ব্যাপারে হাদিস:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

অর্থ: আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যেকোনো মসজিদের হাজার ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

١٣ .اذكر أنواع صلاة الكسوف والخسوف وأحكامها.

প্রশ্ন-১৩: সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজের প্রকারভেদ ও হুকুম উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দুটি মহান নিদর্শন। জাহেলি যুগে মানুষ মনে করত, কোনো মহাপুরুষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কুসংস্কার দূর করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, এটি আল্লাহর নিদর্শন এবং ভয়ের বিষয়। তাই এ সময় বিশেষ নামাজ ও দোয়া করা ইসলামের বিধান।

প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা:

১. সালাতুল কুসুফ (صلاة الكسوف): সূর্যগ্রহণের সময় যে নামাজ পড়া হয়।

২. সালাতুল খুসুফ (صلاة الخسوف): চন্দ্রগ্রহণের সময় যে নামাজ পড়া হয়।

হুকুম ও পদ্ধতি:

১. সূর্যগ্রহণের নামাজ (সালাতুল কুসুফ):

- **হুকুম:** সুন্নতে মুয়াক্কাদা।
- **পদ্ধতি:** হানাফী মাযহাব মতে, এই নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নত। ইমাম সাহেব লোকদের নিয়ে জুমার নামাজের মতো দুই রাকাত নামাজ পড়বেন। তবে এতে কোনো খুতবা নেই। কিরাআত দীর্ঘ হবে এবং রুকু-সিজদাও অনেক দীর্ঘ হবে। নামাজ শেষে গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতে হবে।

২. চন্দ্রগ্রহণের নামাজ (সালাতুল খুসুফ):

- **হুকুম:** মুস্তাহাব বা সুন্নত।

- **পদ্ধতি:** হানাফী মাযহাব মতে, চন্দ্রগ্রহণের জন্য জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয়, বরং মাকরুহ তানজিহি বা অনুত্তম। তাই লোকেরা নিজ নিজ ঘরে বা মসজিদে একাকী (ফুরাদা) এই নামাজ আদায় করবে। এর কারণ হলো, চন্দ্রগ্রহণ রাতে হয় এবং জামাতের জন্য লোক ডাকা কষ্টকর হতে পারে, তাছাড়া রাসূল (সা.) থেকে চন্দ্রগ্রহণের জামাতের স্পষ্ট প্রমাণ হানাফী ফকীহগণ পাননি (অন্য মাযহাবে জামাত জায়েজ)।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইব্রাহিম (রা.)-এর মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ লাগলে বলেন:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

অর্থ: নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা তা দেখবে, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাকবীর দিবে, নামাজ পড়বে এবং সদকা করবে। (সহীহ বুখারী)

١٤ .ما هي صلاة الوتر وما حكمها على المذهب الحنفي؟

প্রশ্ন-১৪: বিতর নামাজ কী এবং হানাফী মাযহাবে এর হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

রাতের নামাজের মধ্যে বিতর নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বিতর' (الوتر) শব্দের অর্থ হলো 'বিজোড়'। যেহেতু এই নামাজ বিজোড় রাকাত (এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি) বিশিষ্ট হয়, তাই একে বিতর বলা হয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ ও হানাফী মাযহাব মতে এটি তিন রাকাত বিশিষ্ট।

হানাফী মাযহাবে বিতরের হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, বিতর নামাজ পড়া 'ওয়াজিব' (আবশ্যক)। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদার চেয়ে ঊর্ধ্বে এবং ফরজের কাছাকাছি।

অন্যান্য তিন মাযহাবে (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) বিতর নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব হওয়ার কারণে:

১. এটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে।

২. ভুলে গেলে বা ছুটে গেলে এর কাজা আদায় করা ওয়াজিব।

৩. এশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় এটি পড়া যায়।

আদায়ের পদ্ধতি (হানাফী মতে):

বিতর নামাজ মাগরিবের নামাজের মতো তিন রাকাত, তবে পার্থক্য হলো এর তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলানোর পর তাকবীর বলে হাত উঠাতে হয় এবং 'দোয়ায়ে কুনুত' পড়তে হয়। এরপর রুকুতে যেতে হয়। এক সালামে তিন রাকাত পড়া ওয়াজিব। দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরানো হানাফী মতে মাকরুহ।

দলিল:

ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে হানাফী মাযহাবের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী:

الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: বিতর নামাজ সত্য (হক/আবশ্যক)। যে ব্যক্তি বিতর পড়ল না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (সুনানে আবু দাউদ)

(এখানে 'ফালাইসা মিন্না' বা 'আমাদের দলভুক্ত নয়' শব্দটি ওয়াজিবের প্রতি ইঙ্গিত করে)।

অন্য হাদিসে এসেছে:

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তা হলো বিতর। (মুসনাদে আহমদ)

(ফরজ নামাজের সাথে 'বাড়িয়ে দেওয়া' নামাজটি ফরজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়)।